Role of Color and Light for Interior Decoration

Colour

01 প্রাথমিক বা মূল রং (Primary Colour) - লাল, নীল ও হলুদ। এগুলোকে মূল রং বলা হয় কারণ অন্য রং-এর মিশ্রণে এদের তৈরী করা যায় না।

02 উপমূল রং (Secondary Colour) - তিনটি মূল রং একটিকে অপরটির সাথে মেলালে তৈরী হয় উপমূল রং। যেমন -
হলুদ ও নীল মিলে সবুজ।
নীল ও লাল মিলে বেগুনী।
লাল ও হলুদ মিলে কমলা।

Colour

03 তৃতীয় বর্গের রং (Tertiary Colour) - মূল রং এবং উপমূল রং এর মিশ্রণে তৈরী হবে তৃতীয় বর্গের রং বা অন্তর্বর্তী রং।

যেমন-

লাল ও বেগুনী মিলে হবে লালচে বেগুনী।

নীল ও বেগুনী মিলে হবে নীলচে বেগুনী।

নীল ও সবুজ মিলে হবে নীলচে সবুজ।

হলুদ ও সবুজ মিলে হবে হলদেটে সবুজ।

হলুদ ও কমলা মিলে হবে হলদেটে কমলা।

লাল ও কমলা মিলে হবে লালচে কমলা।

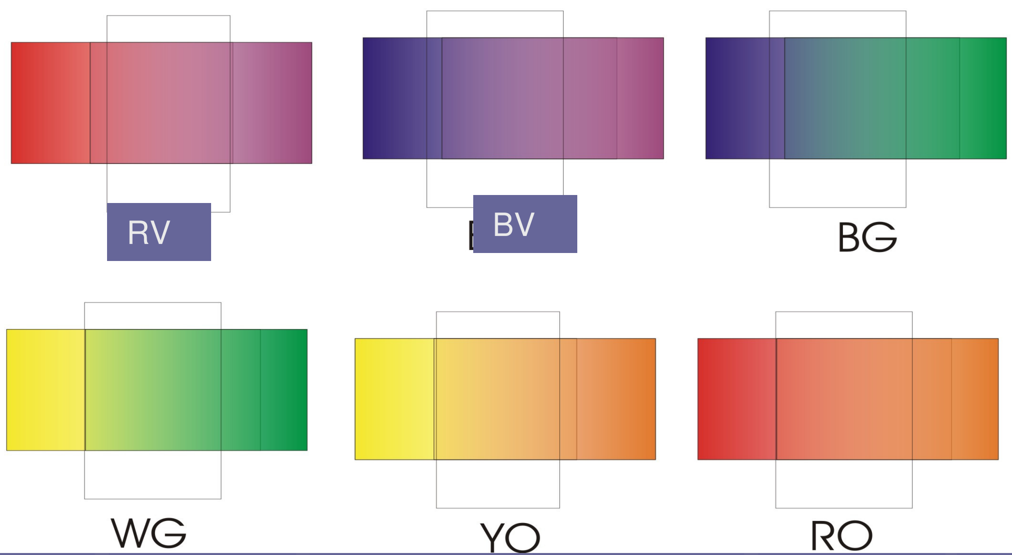

বর্ণ (Hue) - বর্ণ হচ্ছে রং-এর নাম যেমন - লাল, নীল.হলদ ইত্যাদি।

গভীরতা (Value) - গভীরতা হলো রংটি গাঢ় (Deep) না হালকা (Light) তার মান বিচার। কোনো রং এর সাথে সাদা মেশালে ঐ রং-এ সাদাটে একটা ভাব আসে, তাকে বলা হয় হালকা রং বা TINT এবং কালো মেশালে আসে কালচে ভাব, তাকে বলা হয় গাঢ় রং বা Shade।

ঔজ্জ্বল্য (Intensity) - কোনো রং জ্বলজ্বলে বা ম্যাড়মেড়ে তার মান নির্ধারক মাত্রাকে বলে ঔজ্জ্বল্য বা Intensity। চিত্রকলায় যেভাবে উজ্জ্বল রং ব্যবহার হয় ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে তার বিপরীত রং-এর প্রাধান্যই বেশী।

Colour Wheel

Color
on
Human phyclogy

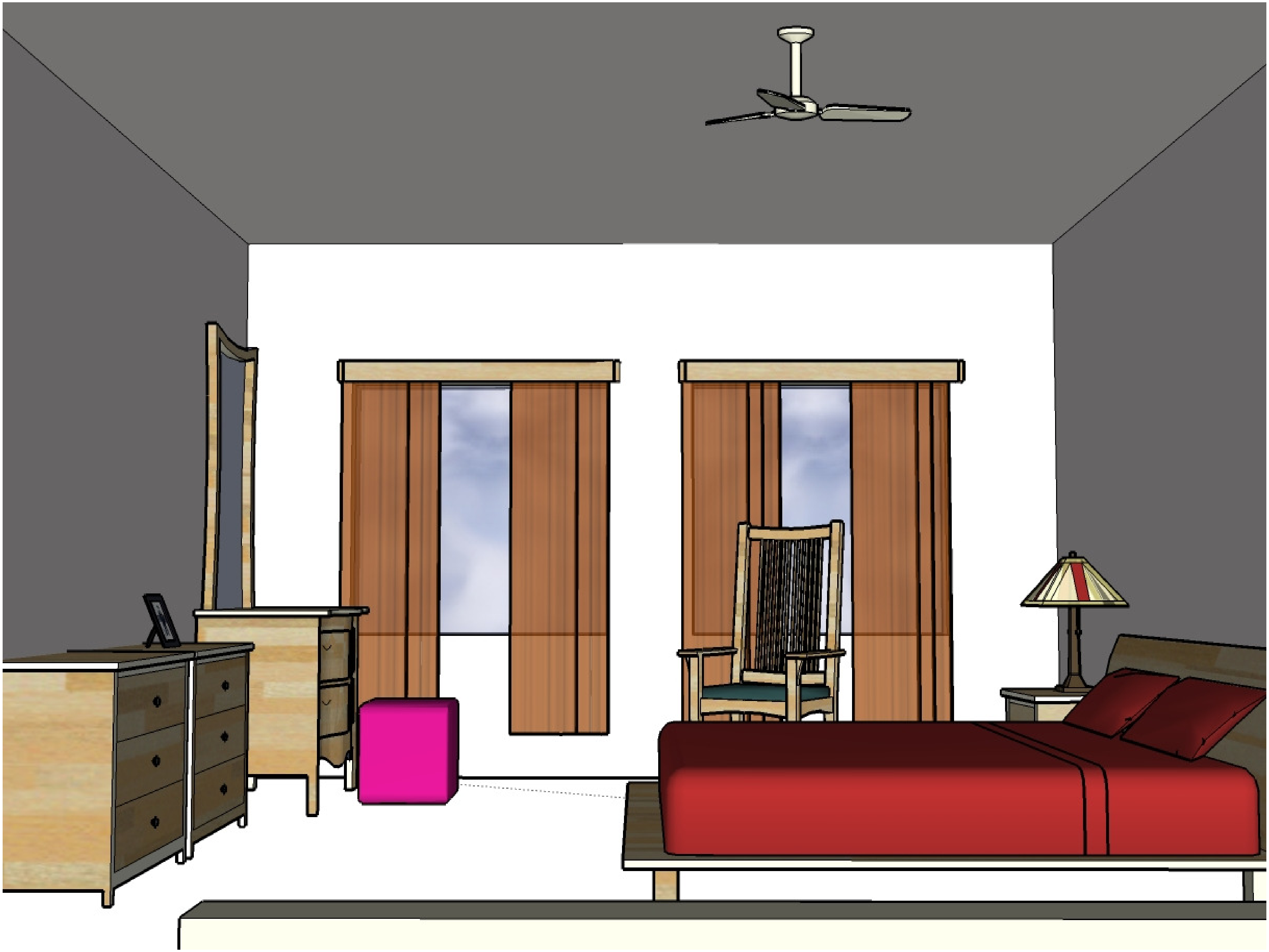

white

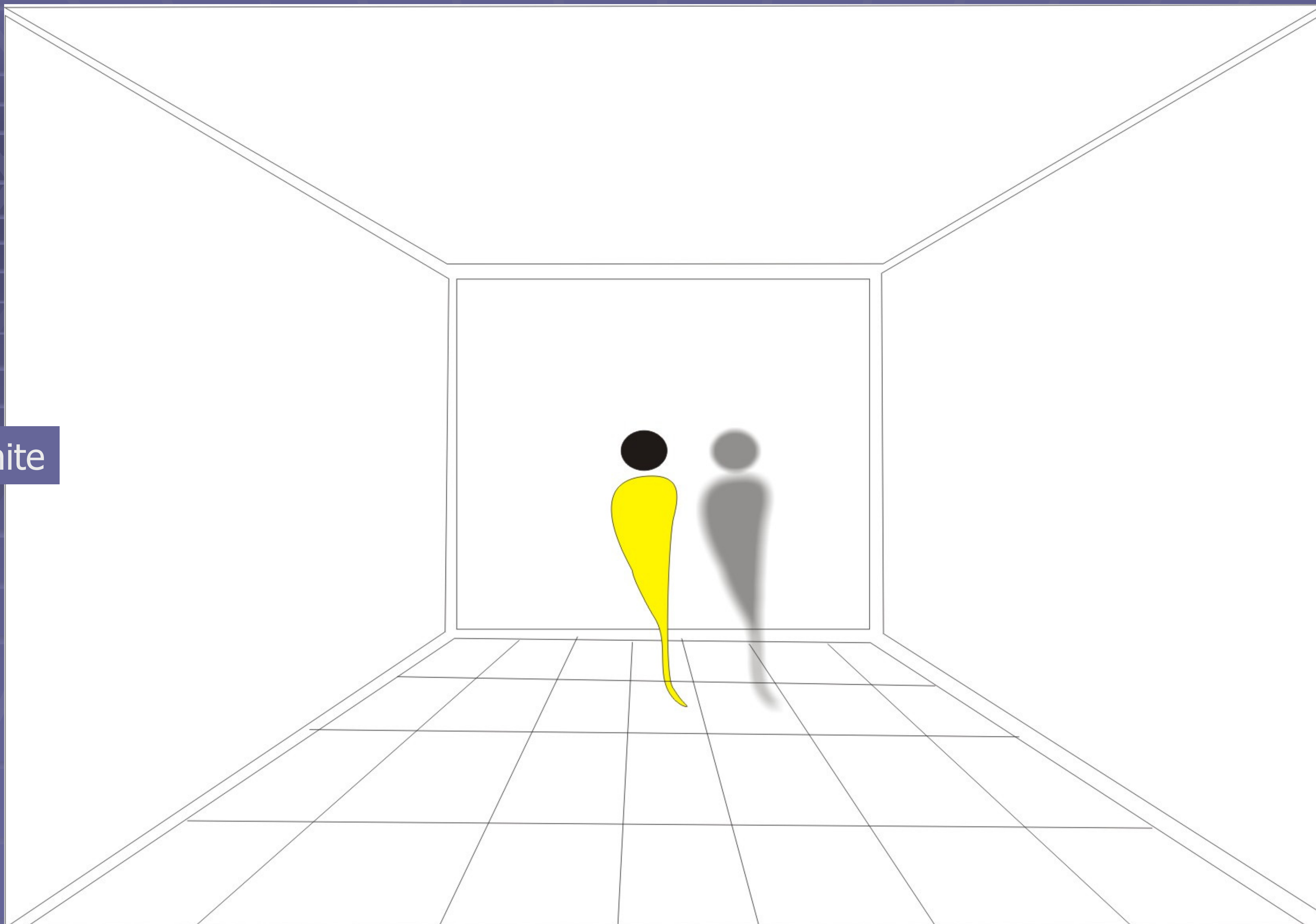

Black

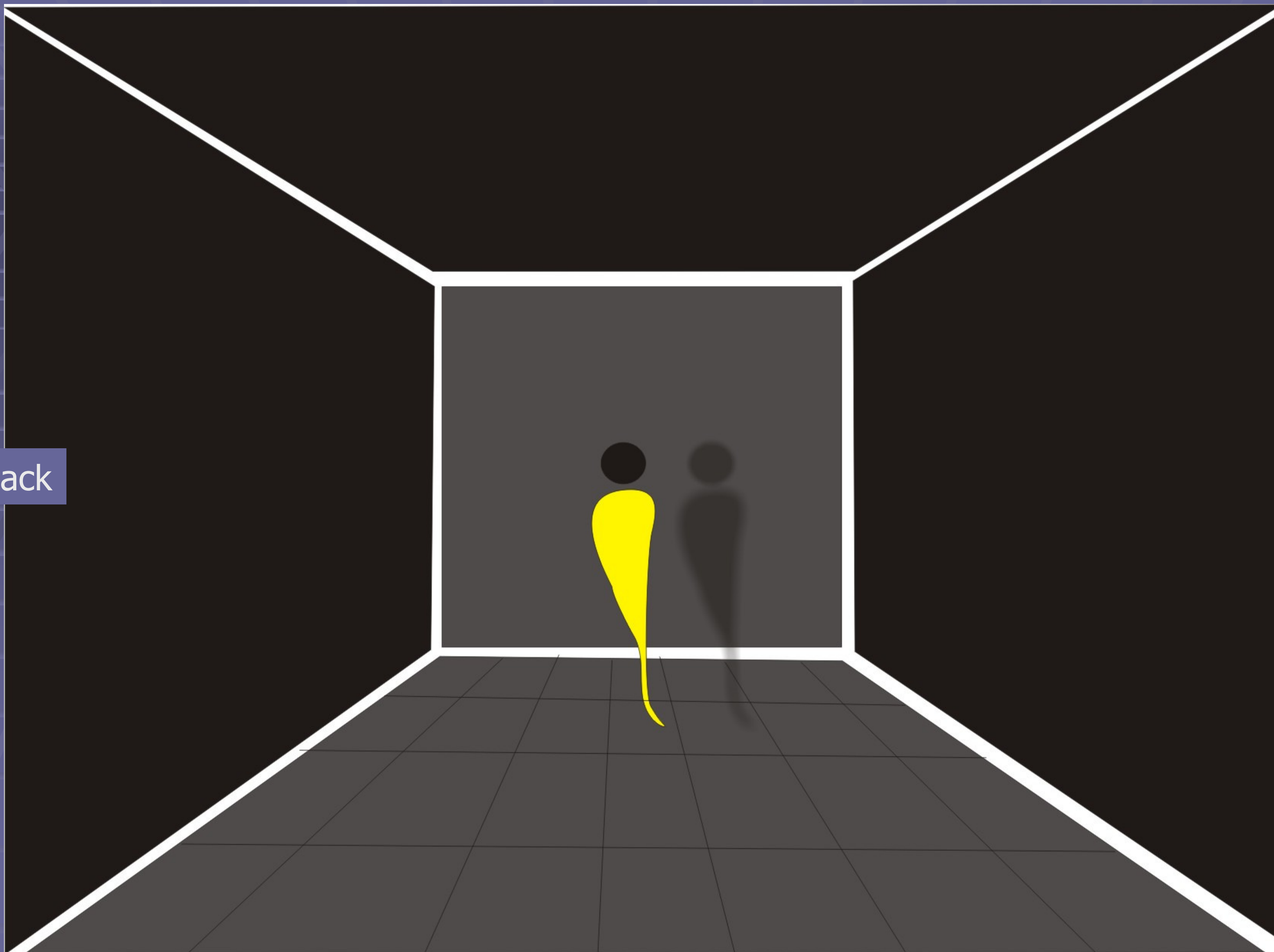

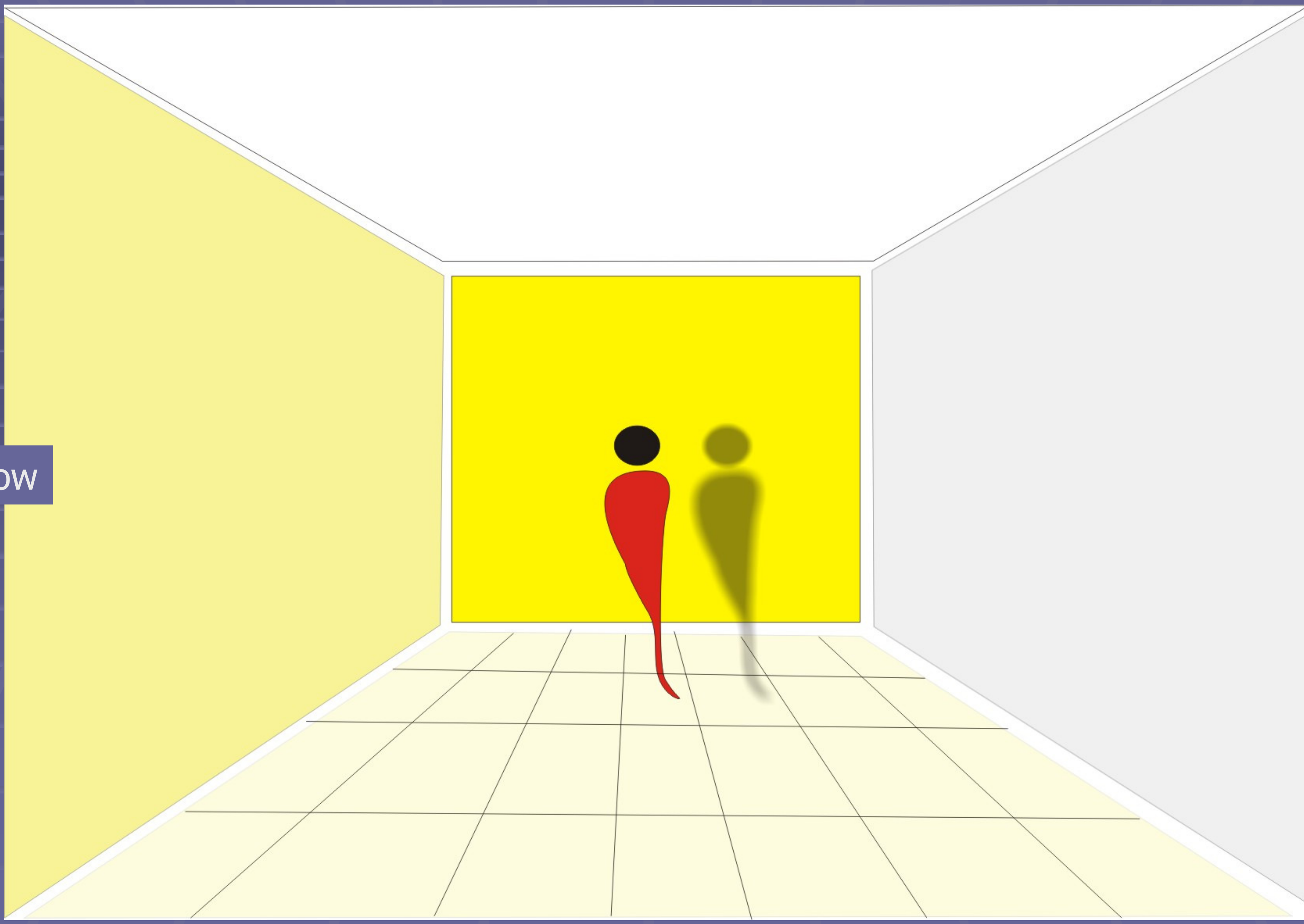

Yellow

Red

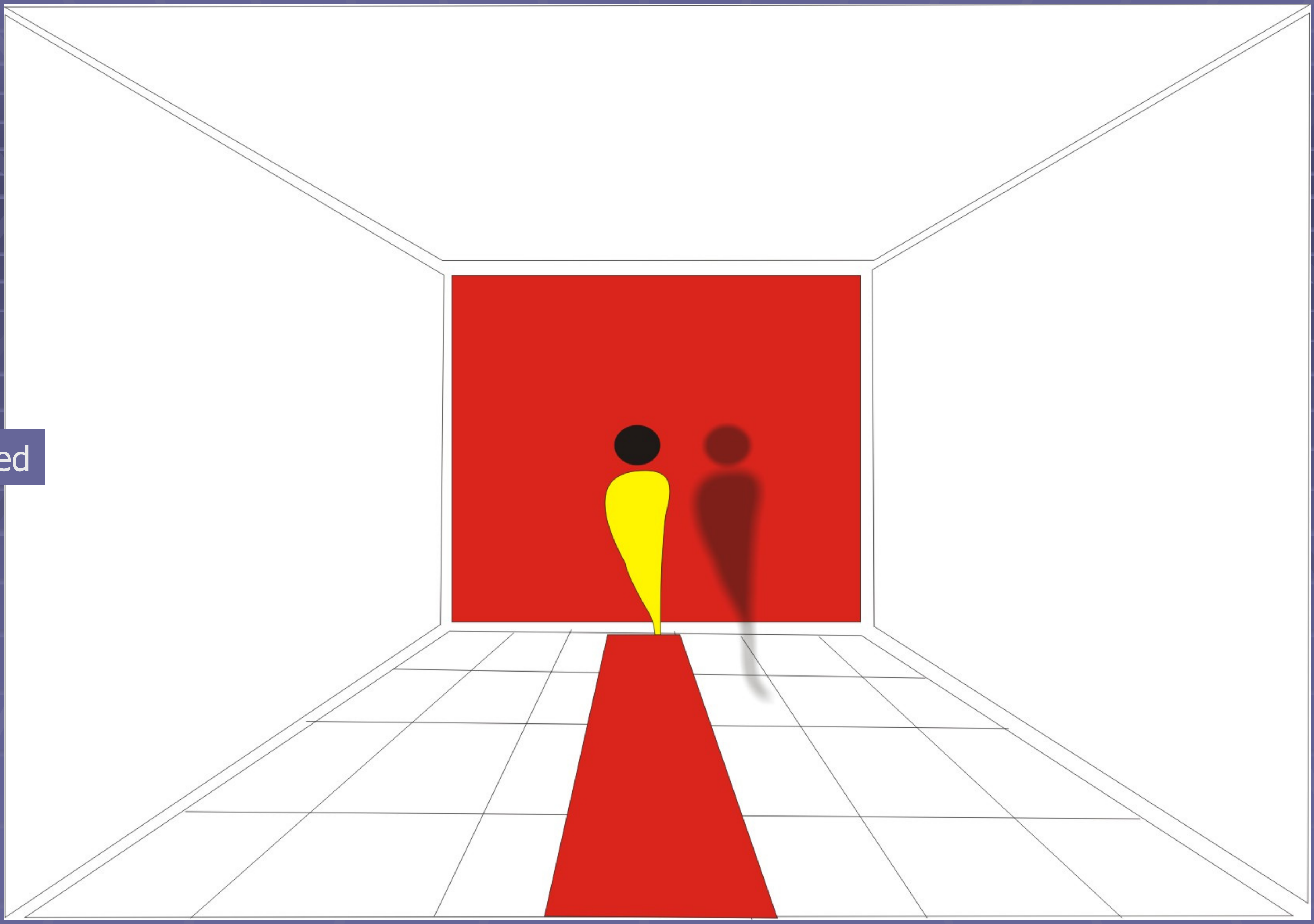

Blue

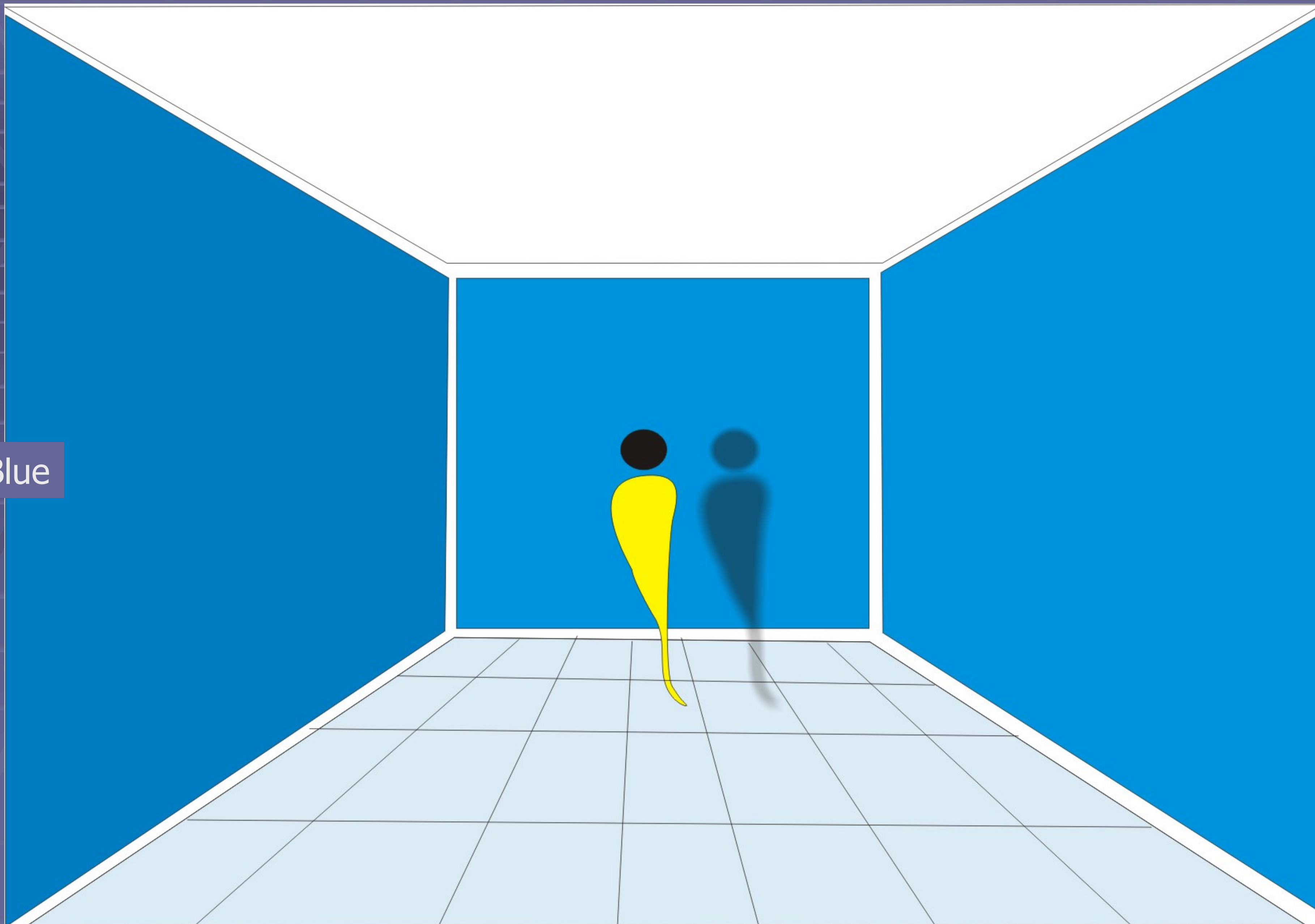

Orange

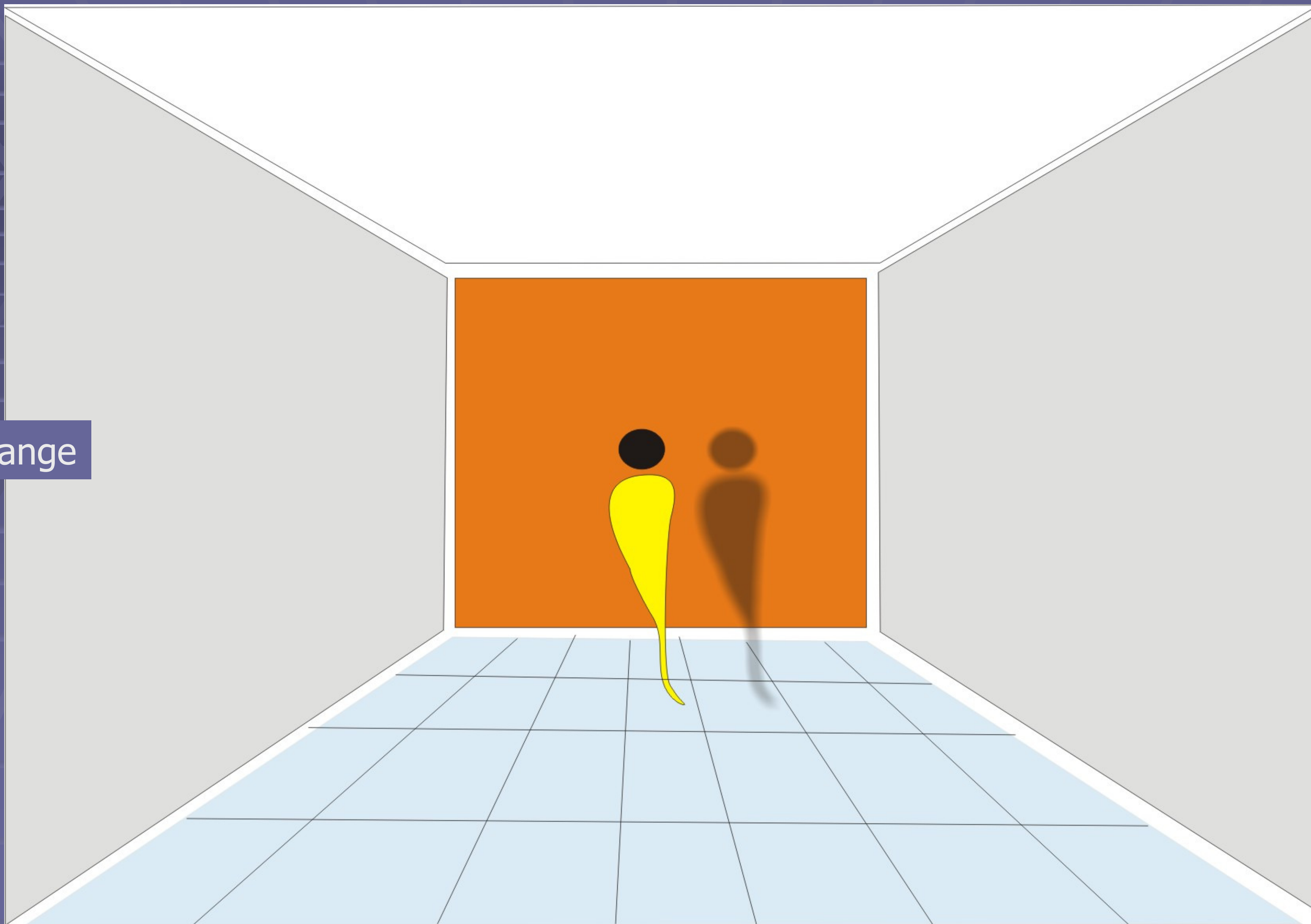

Violet

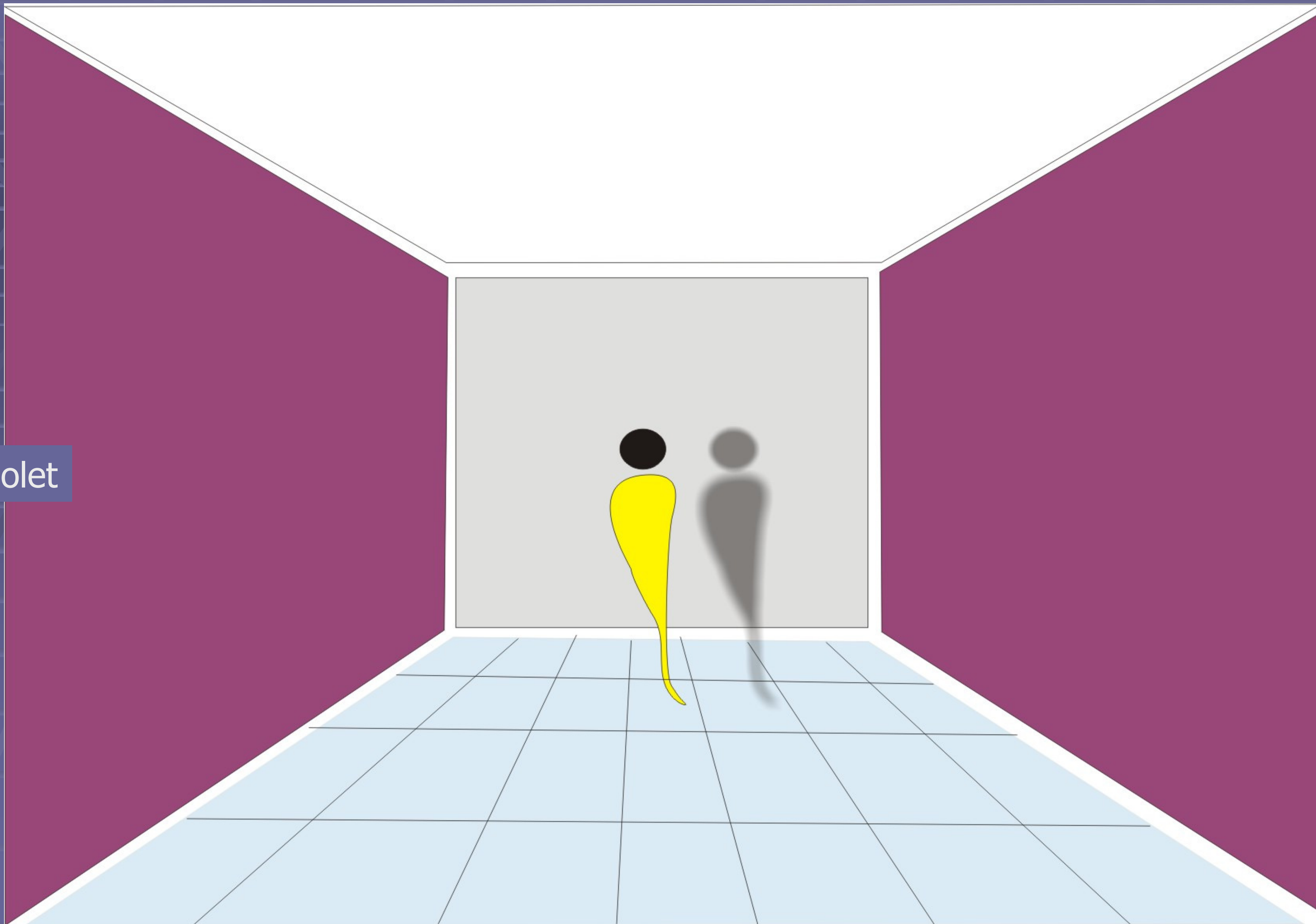

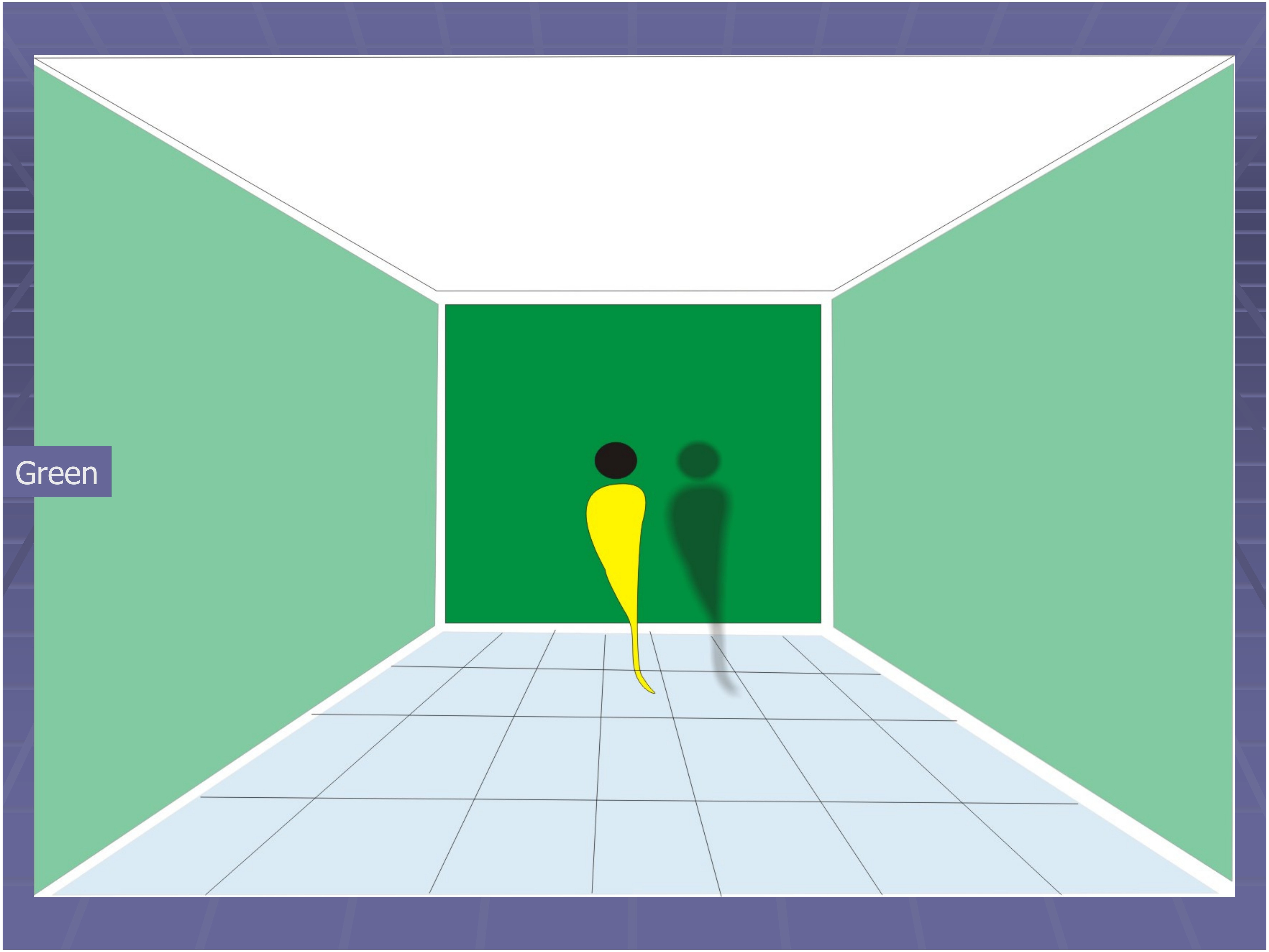
Green

Ash

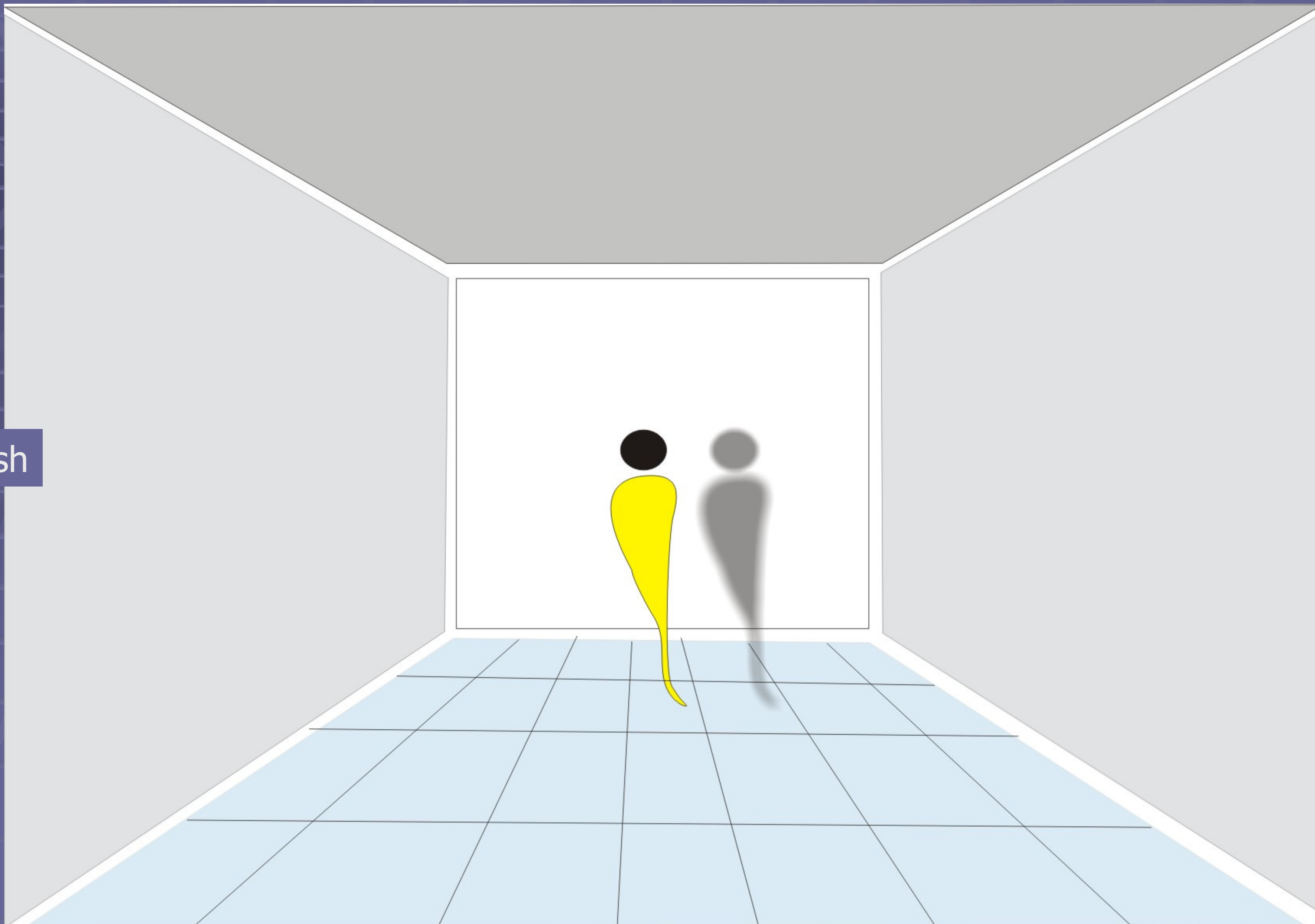

Color Scheme

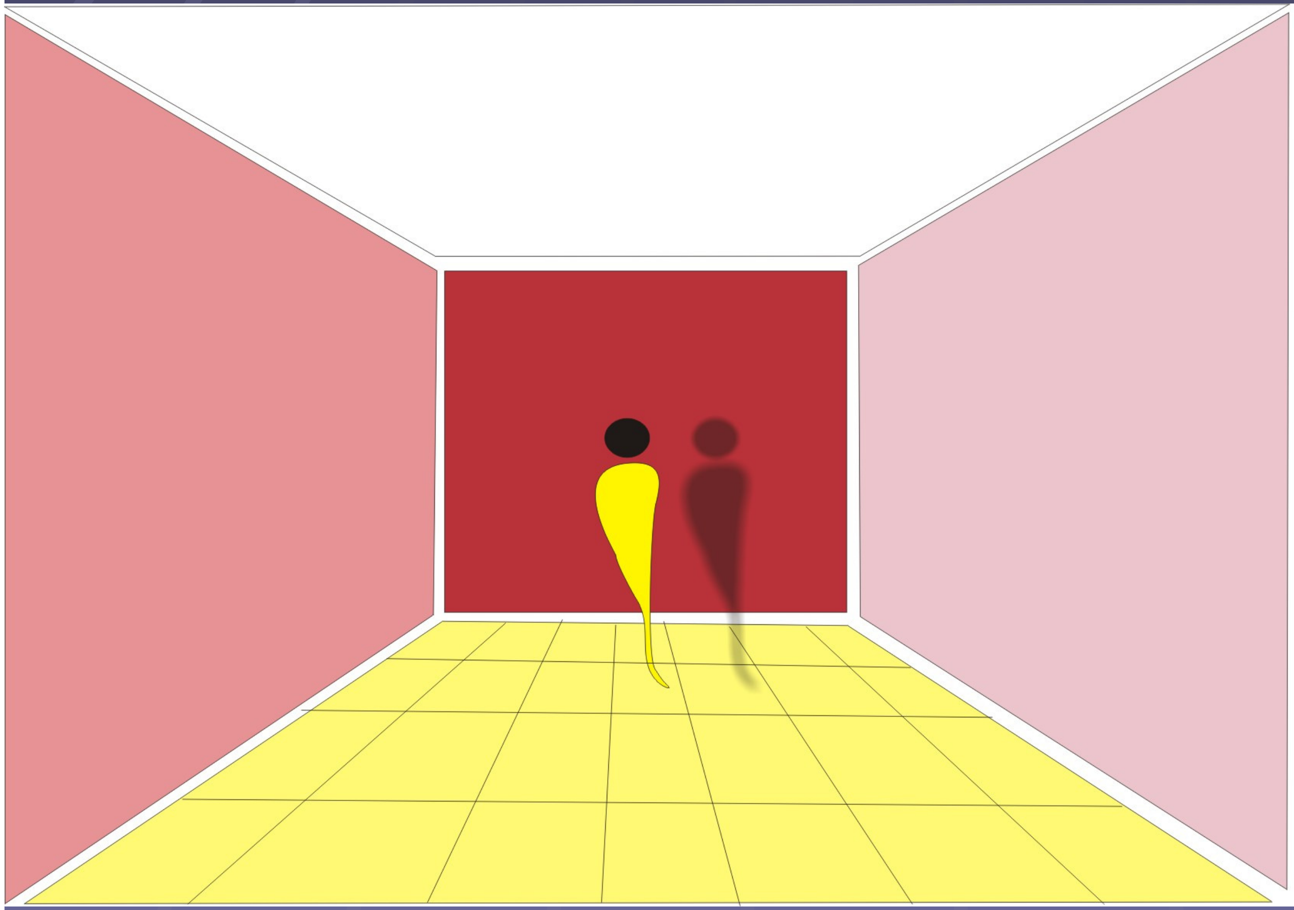

Monochrome scheme

Monochrome color scheme

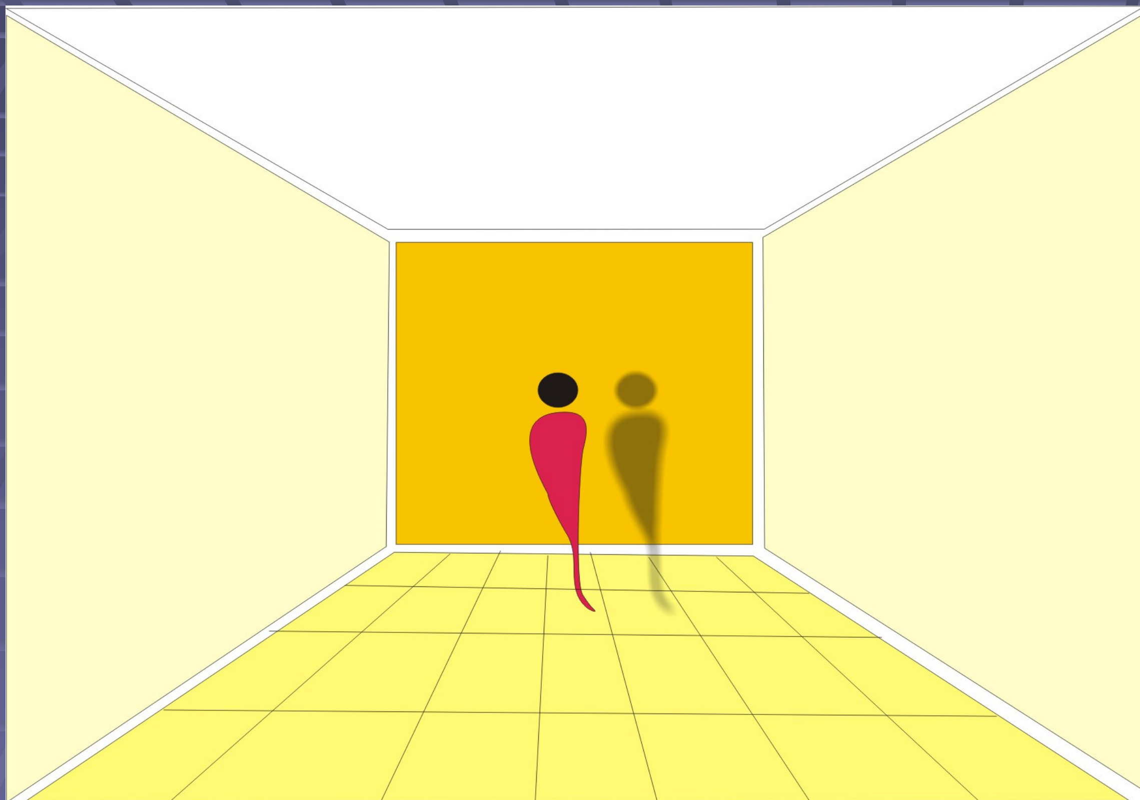

Analogous color scheme

Analogous color scheme

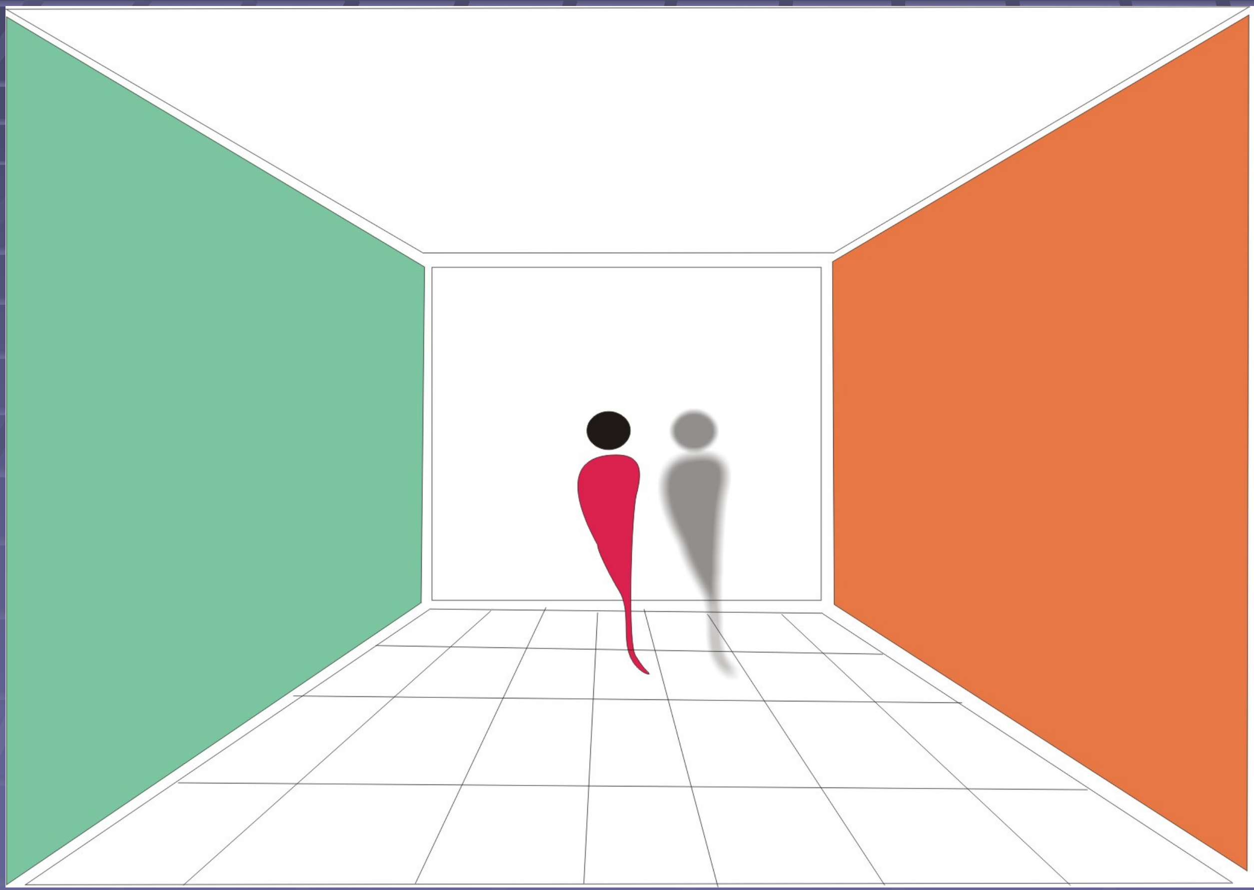

Contrast color scheme

Contrast color scheme

LIGHT

1. Natural light
2. Artificial light

a. High Intensity light

- attractive and provide importance

b. Bright

- For reading, working etc.
- 800-1200 lux

c. Medium intensity

- General illumination
- 300-500 lux

d. Low intensity

- Mode lighting
- 250 lux

High Intensity light

Bright (800-1200 lux)

Medium Intensity Light
(300-500 lux)

Low intensity light
(<250 lux)

Natural Light

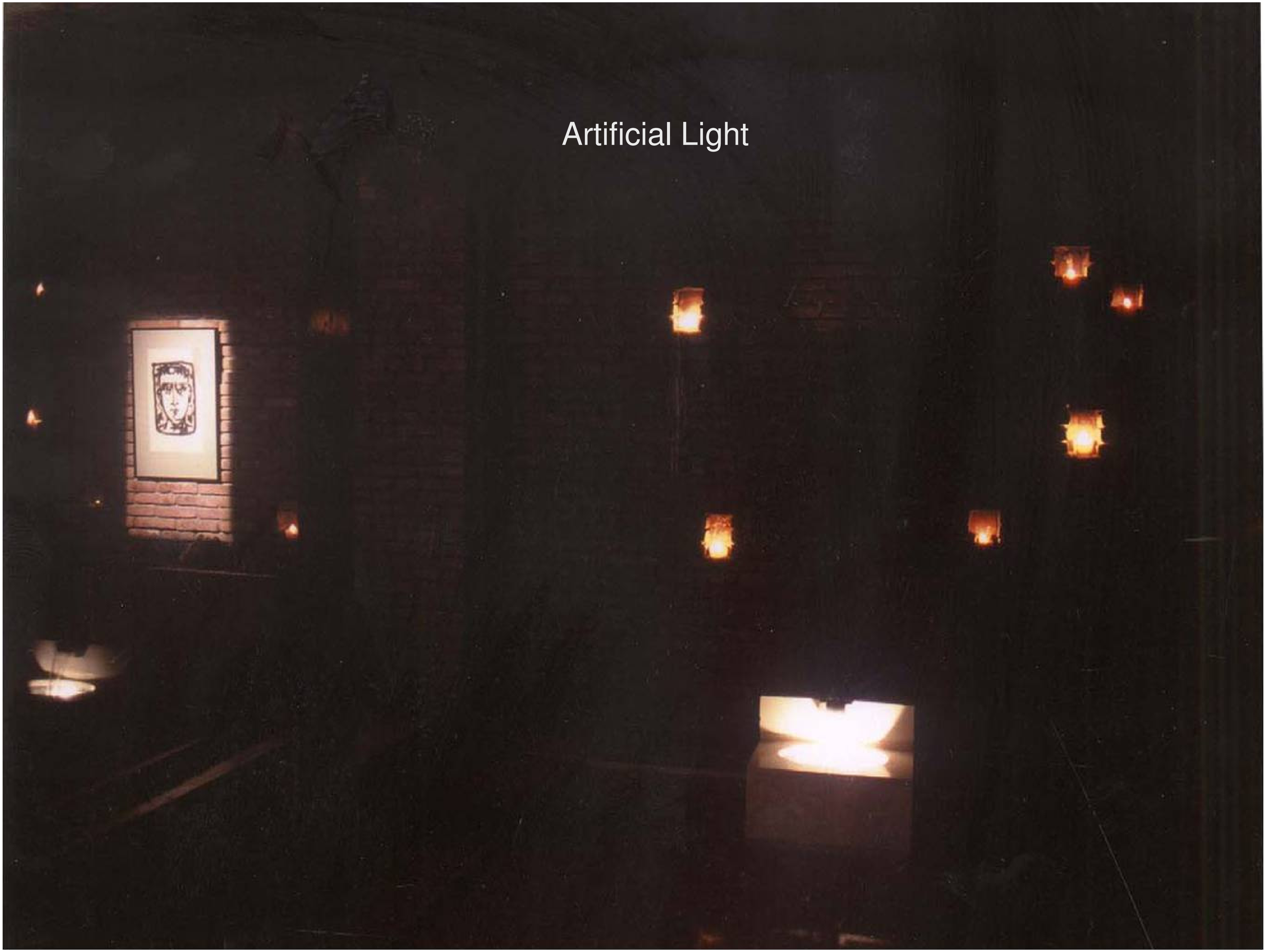

Artificial Light

15 17:29

Uniform Lighting

Specific Lighting

Task area Lighting

Mood Lighting

বাসগৃহে সুষ্ঠ ও শোভন আলোক ব্যবস্থা করার জন্য নিম্নে কিছু তথ্য প্রদান করা হলো ঃ

ক. ঘরের কেন্দ্রে ঝাড়বাতি লাগালে দীপনমাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে নতুবা ঘরের কোনগুলো অন্ধকারাচছন্ন মনে হবে। কম দীপনমাত্রার ঝাড়বাতি ব্যবহার করলে ঘরের কোনে বিকল্প আলোর ব্যবস্থা করা উচিত।

খ. স্থানীয়ভাবে আলো সৃষ্টি করতে, কোন টেবিলে রাখা শিল্পকর্ম বা ঘরের কোনার গাছটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে স্পট লাইট বা পেনডেন্ট (উপর থেকে ঝোলানো আলো) ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ. সরাসরি আলো ব্যবহার না করে প্রতিফলিত আলো বা ছায়াহীন নরম আলো (diffused) অনেক বেশী মোহনীয়।

ঘ. আলোর উৎসকে লুকিয়ে রেখে প্রাপ্ত ফলাফল বেশী কাম্য হওয়া উচিৎ।

ঙ. আলোর উৎসের সাথে ডিমার ব্যবহার উত্তম। তাতে মন ও মানসিকতার সাথে সঙ্গতি রেখে আলো বাড়ানো বা কমানো যায়।

Thank You